সংবাদ

তারিখ 2.0.MAY.2016 ... ...
পৃষ্ঠা ...7... কলাম...7...

হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক সম্মেলন

আশঙ্কাজনক হারে মাদকাসক্ত হচ্ছে ছাত্রছাত্রীরা

শীঘ্রই ২১২৫ সহকারী শিক্ষক নিয়োগের ঘোষণা শিক্ষামন্ত্রীর

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

তীব্র জনবল সংকটে থাকা দেশের সরকারি হাইস্কুলসমূহে শীঘ্রই দুই হাজার ১২৫ জন সহকারী শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হবে বলে জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। এদিকে মাধ্যমিক স্তরের ছাত্রছাত্রীরা আশঙ্কাজনক হারে মাদকাসক্ত হচ্ছে বলে জানিয়েছেন সারাদেশের সরকারি হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষকরা। এজন্য তারা অভিভাবকদের অসচেতনতাকে দায়ী করছেন।

শিক্ষামন্ত্রী গতকাল রাজধানীর সেগুনবাগিচার আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে দেশের ৩৩১টি সরকারি মাধ্যমিক স্কুলের প্রধান শিক্ষকদের সম্মেলন ও শিক্ষার মানোন্নয়ন বিষয়ক কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় শিক্ষক নিয়োগের তথ্য জানান। এই সম্মেলনের মুক্ত আলোচনায় প্রধান শিক্ষকরা জানান, ছাত্রছাত্রীরা মাদকের থাবায় আক্রান্ত হচ্ছে। এর থেকে পরিত্রাণ দরকার। কিন্তু অভিভাবকদের অসচেতনতার কারণে শিক্ষার্থীদের মধ্যে মাদকতাসক্তের প্রবণতা বেড়েই চলেছে।

মানিকগঞ্জ সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ইদ্রিস আলী বলেন, 'বর্তমানে মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীরা ক্লাসরুমে মারামারি, মোবাইল ফোনের ব্যবহার ও দলাদলিতে লিপ্ত হচ্ছে। ছাত্ররা মাদকাসক্ত হচ্ছে। মা-বাবারা সন্তানদের খোঁজ-খবর রাখেন না। এতে শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়মুখী প্রবণতা কমে যাচ্ছে।'

তিনি জানান, 'কিছুদিন আগে আমার স্কুলে সপ্তম শ্রেণীর তিনজন ছাত্রকে শনাক্ত করা হয়- মাদকাসক্ত।' এ সময় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (মাধ্যমিক) চৌধুরী মুফাদ আহমেদ সব প্রধান শিক্ষকের কাছে জানতে চান- আশঙ্কাজনক : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ১

আশঙ্কাজনক : হারে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

এই সমস্যা আরও আছে কী? সঙ্গে সঙ্গে প্রায় সব প্রধান শিক্ষক হাত তুলে জানান, 'সারাদেশেই শিক্ষার্থীদের মধ্যে মাদকাসক্ত হওয়ার প্রবণতা আছে।'

রাঙ্গামাটি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক উত্তম কৃষা বলেন, 'কিছু কিছু শিক্ষক আছেন, যারা চাকরির রুলস সম্পর্কে ভালোভাবে জানেন না। তারা সারাদিন কোচিং নিয়ে পড়ে থাকেন। এই প্রবণতা বন্ধ না হলে মানসম্মত শিক্ষা সম্ভব নয়।'

ময়মনসিংহের বিদ্যাময়ী সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা নাসিমা আক্তার বলেন, 'বাচ্চাদের স্বপ্ন দেখাতে হবে। স্বপ্ন ছাড়া কেউ বাঁচতে পারে না, উন্নতি করতে পারে না।'

শিক্ষক সংকটে শিক্ষা কার্যক্রম বাধাগ্রস্ত হচ্ছে জানিয়ে রাজশাহী সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা তৌহিদ আরা বলেন, 'গুণগত শিক্ষা নিশ্চিত করতে হলে স্কুলে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাত ১ঃ২৫ করতে হবে। শিক্ষার মানোন্নয়নে বিভাগীয় পর্যায়ে কমিটি আছে, কিন্তু কার্যক্রম নেই।'

শিক্ষামন্ত্রীর বক্তব্য : শিক্ষামন্ত্রী আরও বলেন, সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষকদের পদমর্যাদা বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে নিয়োগবিধি সংশোধন প্রক্রিয়া চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। সংশোধিত নিয়োগবিধির অধীনে শীঘ্রই স্কুলের সহকারী শিক্ষকের সব শূন্যপদ পূরণ করা হবে। কারণ সরকার শিক্ষকদের স্বার্থ ও মানমর্যাদাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে থাকে। শিক্ষকদের অসম্মান হয়- এমন কোন কাজকে কোনভাবেই প্রশ্রয় দেয়া হবে না।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার শিক্ষকদের মান মর্যাদার প্রতি সবসময় অত্যন্ত সংবেদনশীল মন্তব্য করে মন্ত্রী বলেন, 'বিগত সাড়ে সাত বছরে সরকার তা প্রমাণ করেছে। কেন্দ্রীয়ভাবে এমপিও শিক্ষক নিয়োগের উদ্যোগ সমাজে শিক্ষকদের মর্যাদা বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখবে।'

তিনি বলেন, সরকারের বিভিন্ন শিক্ষা সহায়ক কর্মসূচির ফলে শিক্ষাক্ষেত্রে সংখ্যাগত সাফল্য অর্জিত হলেও শিক্ষার মানের দিক থেকে এখনও অনেক দূর যেতে হবে। শিক্ষা প্রসারের পাশাপাশি শিক্ষার মানোন্নয়নে নিবেদিতপ্রাণে দায়িত্ব পালনের জন্য শিক্ষকদের প্রতি আহ্বান জানান মন্ত্রী।

মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালক প্রফেসর ফাহিমা খাতুনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে শিক্ষা সচিব সোহরাব হোসাইনও বক্তৃতা করেন। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন মাউশি'র পরিচালক (মাধ্যমিক) প্রফেসর এলিয়াছ হোসেন ও পরিচালক (কলেজ ও প্রশাসন) প্রফেসর ড. এসএম ওয়াহিদুজ্জামান। অন্যানের মধ্যে বক্তব্য রাখেন মাউশি'র পরিচালক প্রফেসর ড. জাহাঙ্গীর হোসেন, উপ-পরিচালক ওসমান ভূইয়া প্রমুখ।